যায়যায়দিন

তারিখ ... 12 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

খুলনা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগ-শিবিরের পাল্টাপাল্টি মামলা

খুলনা অফিস

খুলনা মেডিক্যাল কলেজে গত শুক্রবারের সংঘর্ষের জের ধরে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির পাল্টাপাল্টি মামলা করেছে।

গত শনিবার রাতে ছাত্রলীগ প্রথম ছাত্রশিবিরের ৩২ জনের নামে মামলা করে। এরপর ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে পাল্টা মামলা করা হয়। এ সব ঘটনায় খুলনায় ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গত শুক্রবার রাতে খুলনা মেডিক্যাল কলেজের হলে ছাত্রলীগ ও শিবিরের ১০ জন আহত হয়। এ সময় ছাত্রলীগ ১৪টি কক্ষে ভাঙচুর করে। ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে এবং শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কৃষ্ণকুমার বাদী হয়ে শনিবার রাতে সোনাডাঙা থানায় মামলা করেন। মামলা নং-১১। মামলায় ছাত্রশিবিরের মহিউদ্দিন নাসির, হাসান, আসাদুল, নূর মোহাম্মদ, রফিকুল ইসলাম, হাফিজ, আসিফ, রায়হান, হাসানুর রহমান, মোহাইমিনুল, রাশিদুল ইসলাম, শরীফুজ্জামানসহ ৩২ জনকে আসামি করা হয়।

অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজের মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে সোনাডাঙ্গা থানায় অন্য মামলাটি করেন। মামলা নং-১২। এ মামলায় ছাত্রলীগের কলেজ শাখার সভাপতি শামসুল হুদা নিপুণ, আমিনুল ইসলাম সুমন, পার্থপ্রতিম দেবনাথ, চয়ন বিশ্বাস, আরাফাত রহমান, কাফি চৌধুরী, নাইমুল আলম, ডা. ফরহাদ, ফয়সাল কাদির, শাওন, নিয়াজ মুস্তাফিজ, গোপাল বিশ্বাস, নাহিদ, অনল রায়, কৃষ্ণকুমার দাস, মেহেদীসহ ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়। মামলা দুটির তদন্ত ভার পেয়েছেন এস আই আবদুর রহমান বিশ্বাস।

খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হলে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ শনিবার ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। শিক্ষাবিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. চৌধুরী হাবিবুর রসুলকে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. আবু বক্কারের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, তদন্ত কমিটি আগামীকাল থেকে তদন্ত কাজ শুরু করবে। তাদের ১৭ জানুয়ারির মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত ছাত্রশিবিরের রফিক, মাসুদ রানা ও আবদুল্লাহ আল ফারুককে দেখতে মহানগর জামায়াতের আমির মিয়া গোলাম পরওয়ার খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। এ সময় মঙ্গলবার ছাত্রশিবির সভাপতি মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম ও সেক্রেটারি মুকাররম বিল্লাহ আনসারী সঙ্গে ছিলেন। জামায়াতের জেলা আমির গোলাম পরওয়ার এক বিবৃতিতে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা পরিহার করে সংযত আচরণ করার জন্য সরকারি দলের প্রতি আহ্বান জানান।

খুলনা মহানগর ও জেলা ছাত্রলীগ নেতারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে দিশাহারা বিএনপি-জামায়াত জোট সারাদেশে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সরকার যাতে ভালোভাবে দেশ চালাতে না পারে সে জন্য পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস, হামলা, ভাঙচুরের নামে তাণ্ডব চালাচ্ছে। ঘুমন্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর পর মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের হয়রানি করছে। বিবৃতিদাতারা হলেন- শেখ আবু হানিফ, শফিকুর রহমান পলাশ, মো. নূরুজ্জামান, ফারুক হাসান হিটলু।